দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৬/৭/৮[illegible]
পৃষ্ঠা… … … কলাম… … …

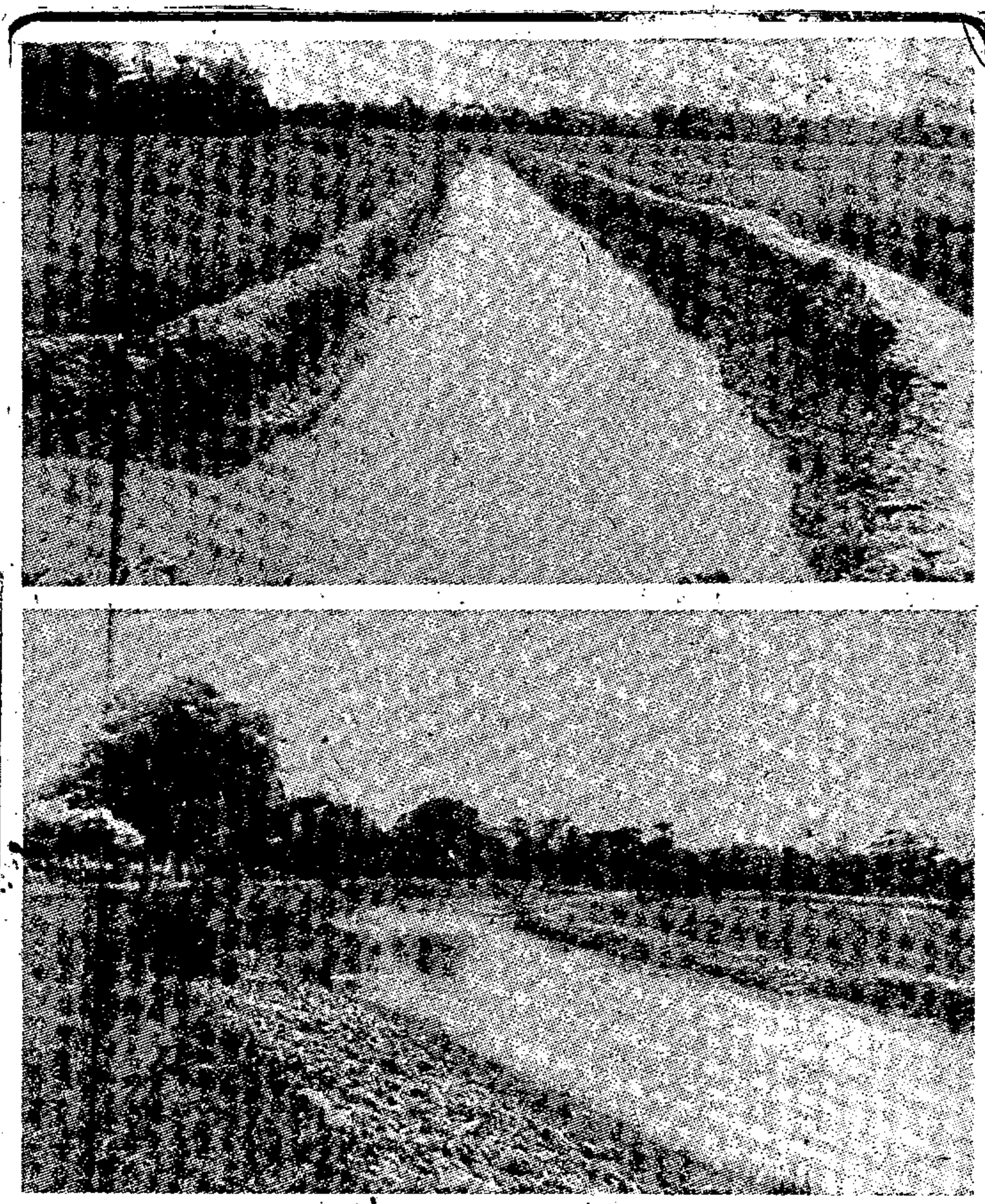

117

বরিশাল সদর দক্ষিণ মহকুমার পুনঃখননকৃত গজালিয়া-প্রতাপপুর খাল। (নীচে) রহমতপুর সিএন্ডবি সড়কের পাশে পুনঃখননকৃত খাল —দৈনিক বাংলা

বরিশালে খাল খনন প্রকল্পের সফলতা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

বরিশাল ২১শে জুলাই।—গত দু বছরে এই জেলায় ২৫৮ মাইল দীর্ঘ ১১৩টি খাল খনন ও পুনখননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাতে ২২ লক্ষাধিক একর জমিতে এক ফসলের স্থলে তিনটি ফসল উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জানা গেছে, এসব প্রকল্পের মধ্যে ১৯৭৯-৮০ সালের সম্পন্ন হয় ৬০ মাইল দীর্ঘ ২২টি খালের কাজ। আর ১৯৮০-৮১ সালে ১৯৬ মাইল দীর্ঘ ৯১টি খালের খনন ও পুনর্খননের কাজ সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হয়। এসব প্রকল্প থেকে ১৭ কোটি ৮৫ লাখ ১৩ হাজার ১৬ ঘনফুট মাটি কাটা হয়েছে। ফলে প্রকল্পাধীন এলাকাগুলোতে পানি সেচের আওতায় এসেছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫৫০ একর জমি। এসব জমিতে শুকনো মওসুমে ১ হাজার ৬৩৯টি ২ কিউসেকের আওতায় পাম্প ব্যবহার করা হবে। এই সব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এক ফসলী জমিগুলোতে তিনটি ফসল করা সম্ভব হবে। তাতে ২২ লক্ষাধিক মন অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে পিরোজপুর মহকুমার মসজিদবাড়ি-কান্দবাড়ি, ভবানীপুর টোশ নদীর মাথা খাল, হোগলাবুনিয়া, কদমতলী-ভৈরবপুর, সদর উত্তর মহকুমার চর কুতুবপুর-গরাংগ, মুলাদী-ঘাসের হাট, মধ্যচর হোগলা; সদর দক্ষিণ মহকুমার রানীরহাট, গজালিয়া-প্রতাপপুর, দত্তের খাল, রূপাতলী-কাটাখালী, ভোলা মহকুমার মুসারহাট, শশীগঞ্জ, ভেদুরিয়া প্রভৃতি প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খাল খনন প্রকল্পে সকল স্তরের লোক অংশগ্রহণ করে।

সব কটি প্রকল্পে এখন নয়া পানির স্রোত বয়ে চলেছে। শুকনো মওসুমে এসব পানি ধরে রাখার জন্য খালের উপর স্লুইস গেট নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

জেলা মৎস্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগও বসে নেই। তারা এসব খালে পরিকল্পিত মাছের চাষ আরম্ভ করেছে। তারা ইতিমধ্যে খালগুলোতে উন্নতমানের মাছের পোনা ছেড়েছে।

অপরদিকে খালগুলোর উভয় পাশের জমিতে পুরোদমে ধানের চাষ করা হচ্ছে।